কলকাতার উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার)

<u>আপীল বিভাগ</u>

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯ সালের সিআরআর ১৩৭৪

সঙ্গে

২০২০ সালের সিআরএএন ২

(২০২০ সালের পুরানো সি আরএএন ৮০৪)

রবি মোদী

বনাম

শশী কান্ত বুবনা এবং আরকেজন

আবেদনকারীর জন্য : শ্রী মহিনুর রহমান,

সুশ্রী মারিয়া রহমান,

শ্রী ইমদাদুল বিশ্বাস।

বিপরীত পক্ষের জন্য : কিছুই নয়।

শুনানির সমাপ্তি : ২৩.১১.২০২৩

বিচার : ০১.১২.২০২৩

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল) :

১. ২০১৮ সালের ফৌজদারি সংশোধন নং ১৪৫-এ কলকাতার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক –I , বিচার ভবন কর্তৃক প্রদত্ত ২৯.০৩.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে বর্তমান পুনর্বিবেচনাটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যার ফলে কলকাতার ১৮ তম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অভিযোগ মামলা নং গ - ৩২৯০/২০২৪ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৫৫(২) -এর অধীনে অভিযুক্ত/পিটিশনকারীকে এখানে দোষী সাব্যস্ত করা এবং তাকে ৩ মাসের জন্য সরল কারাদণ্ড এবং ১৭,০০,০০০/- (সতের লক্ষ টাকা) হিসাবে ক্ষতিপূরণ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৫৭(৩) অনুযায়ী এখানে অভিযোগকারী/প্রতিবাদী নং ১ এর কাছে সেই আদেশের তারিখ থেকে ৪ মাসের মধ্যে ডিফল্ট হলে , চার মাসের জন্য সরল কারাদণ্ড দেয়া হবে ।

২. বিরোধী পক্ষ নং - ১/অভিযোগকারী অভিযোগ করে মামলা দায়ের করেন সেখানে আবেদনকারী ঋণের জন্য বিপরীত পক্ষ নং ১ এর সাথে যোগাযোগ করেন এবং সেই অনুযায়ী অভিযোগকারী/বিপক্ষ দল নং ১ বিচ্ছিন্ন মঞ্জুর করা হয়েছে বাণিজ্যিক ঋণের পরিমাণ ১৫,০০,০০০/- টাকা এবং একটি অ্যাকাউন্ট প্রাপক ২৫৯৮৬৯ নম্বরের চেকটি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, গিরিশ পার্ক শাখায় টানা হয়েছে ১০ই মার্চ, ২০১৩ আবেদনকারীর নামে এই শর্তে জারি করা হয়েছিল যে উল্লিখিত ঋণের পরিমাণ আবেদনকারীকে ফেরত দেবে বিপরীত পক্ষ নং ১ প্রতি বার্ষিক @৯ শতাংশ সুদের সাথে এবং সেই অনুযায়ী আবেদনকারী দুটি অ্যাকাউন্ট প্রাপকের চেক ইস্যু করেছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, চৌরঙ্গী শাখা ২০.১১.২০১৩ তারিখে নং ৪৪২৫৯০ হচ্ছে যার পরিমাণ ১৫,০০,০০০/- টাকা মূল পরিমাণ এবং চেক নং ৪৪২৫৯১ যার পরিমাণ সুদ হিসাবে ৪৫,০০০/- টাকা।

৩. যখন উক্ত চেকটি উপস্থাপন করা হয়েছিল তখন এটি অসম্মানিত হয়েছিল। অতএব মামলাটি আবেদনকারীকে ৩ মাসের জন্য সাধারণ কারাবাস ভোগ করতে এবং দোষী সাব্যস্ত করার দিকে পরিচালিত করে। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৫৭(৩) অনুসারে এখানে কেবল অভিযোগকারী/উত্তরদাতা নং ১-কে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১৭,০০,০০০/- টাকা (সতেরো লক্ষ টাকা)। সেই আদেশের তারিখ থেকে ৪ মাসের মধ্যে ডিফল্ট চার মাসের জন্য সহজ কারাদণ্ডে।

৪. এই রায়কে আবেদনকারী ফৌজদারি সংশোধন ১৪৫/২০১৮-এ চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যা কলকাতার ফাস্ট ট্র্যাক আদালত - ১, বিচার ভবন-এর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ বিচারিক আদালতের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায়কে নিশ্চিত করে ২৯.০৩.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেছিলেন।

৫. আবেদনকারীর যুক্তি হল, ১০.১১.২০১৩ তারিখের ১৫,০০,০০০/- টাকার ৪৪২৫৯০ নম্বর অ্যাকাউন্ট পেই চেক এবং ১০.১১.২০১৩ তারিখের ৪৪২৫৯১ নম্বর অ্যাকাউন্ট পেই চেক, ৪০,৫০০/- টাকার চেক, উভয়ই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, চৌরঙ্গী শাখা, হিমালয় হাউস, ৩৮বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১ থেকে তোলা হয়েছিল। অভিযুক্ত/আবেদনকারী এখানে ভাব্যা গ্লোবাল লিমিটেডের পরিচালক ফাস্ট ফ্লো ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ইস্যু করেছিলেন এবং অ্যাকাউন্ট পেই চেকের প্রাপক ছিলেন উক্ত ফাস্ট ফ্লো ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড, কিন্তু চেকের প্রাপক অভিযুক্ত/আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ মামলা দায়ের করেননি। উক্ত অভিযোগ মামলাটি বিকাশ কে আগরওয়ালের সি/ও. মেসার্স ফাস্ট ফ্লো ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড দায়ের করেছিলেন।

৬. শ্রী মহিনুর রহমান, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে বিপরীত পক্ষ নং ১ ডিমান্ড নোটিশ জারি করতে ব্যর্থ হয়েছে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে, কোম্পানির নামে কথিত চেক জারি করেছে এবং বিপরীত পক্ষ নং ১ ব্যর্থ হয়েছে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস আইনে উল্লেখিত শর্ত পূরণ করুন।

৭. আরও দাখিল করা হয়েছে যে অভিযোগের আবেদনে, উল্লেখিত অ্যাকাউন্টে ভব্য গ্লোবাল লিমিটেডকে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি অভিযুক্ত/আবেদনকারী রবি মোদী দ্বারা বেতনভোগী চেক জারি করা হয়েছিল ভাব্যা গ্লোবাল লিমিটেডের পরিচালক।

৮. ২১.১২.২০১৩ তারিখের চাহিদা বিজ্ঞপ্তি (প্রদর্শনী-৪) দেখায় যে কোন চাহিদা নেই নোটিশ পাঠানো হয়েছে কোম্পানি মেসার্স. ভাব্যা গ্লোবাল লিমিটেড। ২১.১২.২০১৩ তারিখের ডিমান্ড নোটিশ শুধুমাত্র অভিযুক্ত/পিটিশনকারীকে পাঠানো হয়েছিল এখানে রবি মোদী কেয়ার অফ সর্বশ্রী ভাব্যা গ্লোবাল লিমিটেড।

৯. রাহমান সাহেব এইভাবে মামলা খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

১০. বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই।

১১. বিচার আদালতের রায় সহ রেকর্ডে থাকা উপকরণ থেকে এটি বিচারিক আদালতের রায়ের ৮ পৃষ্ঠায় রেকর্ডে রয়েছে যে প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ নিম্নরূপ বলেছে:

".....ঋণ/দায় সংক্রান্ত বিষয়ে, প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত মেসার্সের পরিচালক। ভাব্যা গ্লোবাল লিমিটেড কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করেছিল অভিযোগকারী কোম্পানি এবং ১৫,০০,০০০/- টাকা বিচ্ছিন্ন ঋণ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক ৯ শতাংশ সুদের সাথে এবং তার ঋণ/দায় পরিশোধের জন্য তিনি চেক ইস্যু করেছিলেন প্রশ্নে যা পর্যাপ্ত অভাবের জন্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তহবিল এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ *এর এই উপাদান মৌখিক প্রমাণ করা এন্ট্রি দ্বারা সমর্থিত। প্রদর্শনী - ৭ অর্থাৎ ব্যাঙ্ক বিবৃতি সুতরাং, এখন প্রদর্শনী - ১ -এর পর্যালোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রশ্নবিদ্ধ চেকটি অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা ইস্যু করা হয়েছিল আর তাই তাতে স্বাক্ষর শুধুমাত্র তারই....."*

১২. সুতরাং অভিযোগকারী (প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আবেদনকারী সংস্থার অভিযুক্ত পরিচালক হওয়ায় মেসার্স ভব্য গ্লোবাল লিমিটেড কোম্পানি ঋণ নিয়েছিল এবং তারপর এই মামলায় চেক জারি করেছিল।

১৩. স্বীকারযোগ্য যে শুধুমাত্র আবেদনকারী যিনি কোম্পানির পরিচালক ছিলেন অভিযোগ মামলায় একটি পক্ষ করা হয়েছে। কোম্পানি মেসার্স ভব্য গ্লোবাল লিমিটেড এই মামলায় অভিযুক্ত নয়।

১৪. আবেদনকারীর পক্ষে লার্নড কাউন্সেল অনিতা হাড়া বনাম গডফাদার ট্র্যাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস প্রাইভেট লিমিটেড, (২০১২) ৫ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৬৬১-এ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

১৫. ধারা ১৪১ এন. আই. আইন নিম্নরূপঃ-

"১৪১ কোম্পানি দ্বারা অপরাধ -

(১) যদি ১৩৮ ধারার অধীনে কোনও অপরাধকারী ব্যক্তি কোনও সংস্থা হয়, তবে যে ব্যক্তি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় সংস্থার দায়িত্বে ছিলেন এবং সংস্থার পাশাপাশি সংস্থার ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন, তিনি এই অপরাধে দোষী বলে বিবেচিত হবেন এবং তদনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং শাস্তি দেওয়া হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুই কোনও ব্যক্তিকে শাস্তির জন্য দায়বদ্ধ করবে না যদি সে প্রমাণ করে যে অপরাধটি তার অজান্তেই করা হয়েছিল, অথবা তিনি এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য সমস্ত যথাযথ পরিশ্রম করেছিলেনঃ

[আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোনও ব্যক্তিকে হিসাবে মনোনীত করা হয়।কোনও সংস্থার পরিচালক কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত কোনও আর্থিক কর্পোরেশনে তাঁর কোনও পদ বা কর্মসংস্থানের কারণে, তিনি এই অধ্যায়ের অধীনে বিচারের জন্য দায়বদ্ধ হবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে কোনও অপরাধ কোনও সংস্থা দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং এটি প্রমাণিত হয় যে অপরাধটি কোম্পানির কোনও পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনও কর্মকর্তার সম্মতি বা সম্মতিক্রমে করা হয়েছে বা তার পক্ষ থেকে কোনও অবহেলার জন্য দায়ী করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সেই পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্যান্য আধিকারিককেও সেই অপরাধে দোষী বলে গণ্য করা হবে এবং সেই অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং শাস্তি দেওয়া হবে।

***ব্যাখ্যা** - এই ধারার উদ্দেশ্যে, -*

(ক) "কোম্পানি" অর্থ যে কোনও কর্পোরেট সংস্থা এবং এর মধ্যে একটি ফার্ম বা ব্যক্তিদের অন্যান্য সমিতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; এবং

(খ) একটি ফার্মের ক্ষেত্রে "পরিচালক" মানে ফার্মের একজন অংশীদার।

১৬. সুপ্রিম কোর্ট হিমাংশু-বনাম-বি. শিবমূর্তি এবং অন্য, (২০১৯) ৩ এসসিসি ৭৯৭,১৭ জানুয়ারী, ২০১৯-এ বলেছে যেঃ-

> *"কোম্পানিকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করার অনুপস্থিতিতে, আপিলকারীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ তাই রক্ষণযোগ্য ছিল না। আপিলকারী কোম্পানির পরিচালক হিসাবে এবং তার পক্ষে এবং পক্ষে চেকে স্বাক্ষর করেছিলেন। উপরন্তু, কোম্পানিকে ডিমান্ডের নোটিশ দেওয়ার অভাবে এবং ১৩৮ ধারার শর্তাবলী মেনে না চলার কারণে, হাইকোর্টের ভ্রান্তি ছিল যে কোম্পানিটি এখন হতে পারে অভিযুক্ত হিসেবে সাজা দেওয়া হয়েছে।"*

১৭. একইভাবে সুপ্রিম কোর্ট অনিতা হাড়া-বনাম-গডফাদার ট্র্যাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস প্রাইভেট লিমিটেড, (২০১২) ৫ এস. সি. সি ৬৬১-এ বলা হয়েছে যে, "আমাদের পূর্বোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আইনের ১৪১ ধারার অধীনে মামলা চালানোর জন্য, কোনও সংস্থাকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করা অপরিহার্য। অন্যান্য শ্রেণীর অপরাধীদের কেবল পরোক্ষ দায়বদ্ধতার টাচস্টোনের উপর ড্র্যাগ-নেটের মধ্যে আনা যেতে পারে কারণ এটি বিধানেই নির্ধারিত হয়েছে।"

১৮. বর্তমান ক্ষেত্রে ১৮৮১ সালের আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে 'নোটিশ' কখনও কোম্পানিকে জারি করা হয়নি।

১৯. কোম্পানিটিকে ১৮৮১ সালের আইনের ১৩৮/১৪১ ধারার অধীনে কার্যধারায় পক্ষভুক্ত করা হয়নি যা নিজেই কার্যধারাকে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য করে তোলে।

২০. প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ শপথের ভিত্তিতে বলেছে যে অভিযুক্ত/আবেদনকারী মেসার্স ভব্য গ্লোবাল লিমিটেডের পরিচালক.....

২১. কিন্তু উক্ত কোম্পানিকে অভিযোগ মামলায় অভিযুক্ত করা হয়নি বা এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে কোম্পানিকে কোনও নোটিশও দেওয়া হয়নি।

২২. আবেদনকারী হলেন অভিযোগ মামলার একমাত্র অভিযুক্ত/বিপরীত পক্ষ, যিনি কোম্পানির পরিচালক হিসাবে এবং তার পক্ষে এবং তার উপর চেকে স্বাক্ষর করেছেন।

২৩. *হিমাংশু বনাম বি. শিবমূর্তি ও আরকেজন* (সুপ্রা) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ১১,১২ ও ১৩ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করা হয়েছে

আবেদনকারীর পক্ষে, যেখানে আদালত রায় দিয়েছেঃ-

> *"১১. বর্তমান মামলা, আদালতের সামনে রেকর্ড ইঙ্গিত দেয় যে লক্ষ্মী সিমেন্ট অ্যান্ড সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পরিচালক হিসাবে আপিলকারী দ্বারা চেকটি টানা হয়েছিল। শুধুমাত্র আবেদনকারীকে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগটি কেবল আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল কোম্পানিকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত না করে।*
>
> *১২. ১৪১ ধারার বিধানে বলা হয়েছে যে, ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধকারী ব্যক্তি যদি একটি কোম্পানি হয়, তা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় কোম্পানির পাশাপাশি কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোম্পানির দায়িত্বে ছিলেন বা দায়বদ্ধ ছিলেন, তাকে অপরাধের জন্য দোষী বলে গণ্য করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে।*
>
> ***১৩.কোম্পানিকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করার অনুপস্থিতিতে, আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তাই টেকসই ছিল না। আপিলকারী কোম্পানির পরিচালক হিসাবে এবং তার পক্ষে এবং পক্ষে চেকে স্বাক্ষর করেছিলেন। উপরন্তু, কোম্পানিকে ডিমান্ডের নোটিশ দেওয়ার অভাবে এবং ১৩৮ ধারার শর্তাবলী মেনে না চলার কারণে, হাইকোর্ট এই রায় দিতে ভুল করেছিল যে কোম্পানিকে এখন অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।***

২৪. বর্তমান মামলার ঘটনাগুলি হিমাংশু বনাম বি. শিবমূর্তি এবং আনার (সুপ্রা) মামলার সাথে খুব মিল।

২৫. বর্তমান ক্ষেত্রেঃ-

ক) কোম্পানিকে অভিযুক্ত করা হয়নি এবং কোম্পানিকে কোনও নোটিশও দেওয়া হয়নি।

খ) আবেদনকারীকে কোম্পানির পরিচালক হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যিনি কোম্পানির পক্ষে এবং পক্ষে চেকটি স্বাক্ষর করেছেন এবং জারি করেছেন।

২৬. অতএব, কোম্পানিকে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত না করা হলে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ *হিমাংশু বনাম বি. শিবমূর্তি ও আরেকজন* (সুপ্রা)-এর পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

২৭. ২০১৯ সালের সিআরআর ১৩৭৪ এইভাবে অনুমোদিত।

২৮. অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ফাস্ট ট্র্যাক আদালত -১, বিচার ভবন, কলকাতা দ্বারা ২০১৮ সালের ফৌজদারি সংশোধন নং ১৪৫-এ প্রদত্ত , এইভাবে নিশ্চিত করা ১৫.০৯.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ ১৮ তম মহানগর কর্তৃক গৃহীত ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার অভিযোগ মামলা নং গ - ৩২৯০/২০১৪ নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে , অভিযুক্ত/পিটিশনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে এখানে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৫৫(২) এর অধীনে এবং তাকে ৩ মাসের জন্য সরল কারাদণ্ড এবং অর্থ প্রদানের সাজা প্রদান করে টাকা একটি সমষ্টি ১৭,০০,০০০/- টাকা (সতের লক্ষ টাকা) ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফৌজদারি কার্যবিধির -এর ধারা ৩৫৭(৩) অনুযায়ী এখানে অভিযোগকারী/উত্তরদাতা নং ১ ডিফল্টভাবে সেই অর্ডারের তারিখ থেকে ৪ মাসের মধ্যে, সহজ চার মাসের কারাদণ্ড, এতদ্বারা আলাদা করা হয়েছে।

২৯. আবেদনকারী/অভিযুক্তকে ১৩৮/১৪১ এনআই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ থেকে খালাস দেওয়া হয় এবং তার জামিন বন্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

৩০. সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

৩১. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

৩২. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য মাননীয় বিচার আদালতে পাঠানো হবে।

৩৩. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, যদি আবেদন করা হয়, সরবরাহ করা হবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে দ্রুততার সাথে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly